জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – এপ্রিল ২০১০/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* ব্যাংককে রাজনৈতিক সহিংসতা বৃদ্ধিতে বানের উদ্বেগ
* এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোয় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে একযোগে কাজ করবে জাতিসংঘ সংস্থা ও অস্ট্রেলিয়া
* ৩ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়ী দুগ্ধ উৎপাদন-জাতিসংঘ
* সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে থাই কর্তৃপক্ষের প্রতি জাতিসংঘের আহ্বান

ব্যাংককে রাজনৈতিক সহিংসতা বৃদ্ধিতে বানের উদ্বেগ

২২ এপ্রিল– থাইল্যান্ডের চলমান রাজনৈতিক অচলবস্থা নিয়ে মহাসচিব আজ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। দেশটির রাজধানী ব্যাংককের রাস্তায় সরকারবিরোধী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে এ মাসে কয়েক ডজন মানুষ মারা গেছে।

মহাসচিবের মুখপাত্র মার্টিন নিসারকি নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের বলেন, 'থাইল্যান্ডের চলমান অচলবস্থা ও উত্তেজনা এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশংকায় মহাসচিব গভীর উদ্বিগ্ন।'

গণমাধ্যমের সংবাদ অনুযায়ী, ব্যাংককে আজ বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণে অন্তত তিনজন মারা গেছে এবং বহু আহত হয়েছে। এসব বিস্ফোরণের সঙ্গে রাজনৈতিক উত্তেজনা জড়িত।

বান কি মুন বিক্ষোভকারী ও থাই সরকার উভয়ের প্রতি সংঘর্ষের পথ পরিহার ও হানাহানি বন্ধের আহ্বান জানান। তিনি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার শান্তিপুর্ণ সমাধান বের করতে দুই পক্ষকেই অনুরোধ জানান। সব পক্ষেরই নিজেদের করার এখনই সময়।'

এ সপ্তাহের গোড়ার দিকে জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (ইউনেসকো) প্রধান ব্যাংককের সহিংসতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ইউনেসকোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা এক বিবৃতিতে থাই সরকারের প্রতি সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানের আহ্বান জানান। সংঘর্ষের ঘটনায় একজন চিত্রগ্রাহক নিহত ও এক আলোকচিত্রী আহত হওয়ার পর তিনি এ আহ্বান জানান।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোয় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে একযোগে কাজ করবে জাতিসংঘ সংস্থা ও অস্ট্রেলিয়া

২১ এপ্রিল– এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে জাতিসংঘ শ্রম সংস্থা ও অস্ট্রেলিয় সরকার প্রথমবারের মতো একটি অংশীদারিত্ব চুক্তি সই করেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মহাপরিচালক জুয়ান সোমাভিয়ার পক্ষে মারিয়া অ্যাঞ্জেলিকা ডুকি বলেন, 'এটি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমাদের বন্ধন এবং আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থান চুক্তির ব্যাপারে আমাদের অঙ্গীকারকে আরও জোরদার করবে।'

পাঁচ বছর মেয়াদী এ অংশীদারিত্ব চুক্তির প্রথম দুই বছরে এক কোটি ৩৯ লাখ ডলার দেওয়া হবে। এ অর্থ আইএলও-এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে চলে যাবে। শ্রমিকের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ২০০৬ সালে জর্ডান, লেসোথো ও ভিয়েতনামে চালু করা উন্নত কর্মসংস্থান কর্মসুচির মতো নানা কর্মসুচিতে ব্যবহৃত হবে এ অর্থ।

এ তহবিল গঠন শ্রম আইন সংস্কার, প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান পরিকল্পনা, পুর্ব তিমুরে যুব কর্মসংস্থান, কৃষি খাতে কর্মসংস্থান ও শ্রমিক অভিবাসন ব্যবস্থায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সদস্য রাষ্ট্রেসমুহের শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণের পর অস্ট্রেলিয়া সরকারের কর্মসংস্থান মন্ত্রী মার্ক আরবিব দেশটির পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

৩ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়ী দুগ্ধ উৎপাদন-জাতিসংঘ

২০ এপ্রিল- বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের তিন শতাংশের কিছু কম সৃষ্টি হয় দুগ্ধ উৎপাদনের ফলে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) নতুন এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবহনের সময় এ গ্যাস নির্গত হয়।

সমীক্ষায় বলা হয়, তবে খামার থেকে পশুর মাংস উৎপাদনের সময় এ গ্যাস নির্গমনের হার চার এর কোটায় পৌঁছায়।

এফএও বলছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে দুগ্ধ উৎপাদনের যে প্রভাব তার বেশিরভাগই মিথেনের কারণে। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশেই এ খাতে অর্ধেকের বেশি গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়ী এ মিথেন।

গ্রিনহাউস গ্যান নির্গমনের জন্য গবাদি পশু খাতের যে বৃহৎ অবদান তার জন্য নাইট্রোস অক্সাইড ও কার্বন ডাই অক্সাইডও দায়ী।

নতুন এ প্রতিবেদনে সার, কীটনাশক ও পশু খাদ্য উৎপাদন ও পরিবহনসহ দুগ্ধজাত খাবার তৈরির পুরো চিত্র তুলে ধরে গবাদি পশু চারণ থেকে নিবিড় খামার ব্যবস্থাপনাসহ সব ধরনের দুগ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার কথা উলে-খ করা হয়।

এফএও-এর পশু উৎপাদন ও স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক স্যামুয়েল জুৎজি বলেন, 'এটি একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন। গবাদি পশুর খামারের পরিবেশগত প্রভাব কমিয়ে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপণ্য সরবরাহের সুযোগ চিহ্নিত করতে ও বিষয়টি বুঝতেই এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।'

জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সংস্থার চলমান ব্যাখ্যা ও সুপারিশ কার্যক্রমে অংশ হিসেবে সর্বসাম্প্রতিক এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

সংস্থার ২০০৬ সালের ঐতিহাসিক সমীক্ষা ''লাইভস্টক'স লং শ্যাডো''-তে দেখা যায়, সব ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ১৮ শতাংশ সৃষ্টি হয় গবাদি পশুর খাত থেকে।

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানে থাই কর্তৃপক্ষের প্রতি জাতিসংঘের আহ্বান

১৯ এপ্রিল- গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার ওপর আস্থা রেখে জাতিসংঘের সংস্থা আজ থাই কর্তৃপক্ষের প্রতি সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানের আহ্বান জানিয়েছে। এ মাসের প্রথমদিকে সরকারবিরোধী আন্দোলনের সময় সহিংসতায় একজন চিত্রগ্রাহক নিহত ও এক আলোকচিত্রী আহত হওয়ার পর সংস্থাটি এ আহ্বান জানায়।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (ইউনেসকো) মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা এক বিবৃতিতে বলেন, 'এখনো যে সাহসী সাংবাদিকরা মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে তথ্যের স্বাধীনতা উর্ধ্বে তুলে ধরতে প্রতিদিন বিপদের মুখে প্রতিটি দিন অতিবাহিত করছেন তাদের এ ঘটনায় তা-ই প্রকাশ পায়।'

ব্যাংককে ১০ এপ্রিল সরকারবিরোধী আন্দোলনের ছবি সংগ্রহের সময় রয়টার্সের চিত্রগ্রাহক জাপানি সাংবাদিক হিরোয়ুকি মুরামোতো

মারা যান এবং অস্ট্রেলিয়ার এবিসি নিউজের হয়ে কাজ করা ফ্রিল্যান্স আলোকচিত্রী উইন্নাই ডিথাজর্ন আহত হন। ওই দিন সহিংসতায় ২০ জনের বেশি মানুষ মারা যায়।

জনাব মুরামোতো (৪৩) রয়টার্সের টোকিও ব্যুরোতে ১৫ বছর ধরে কাজ করছিলেন। অজ্ঞাত এক দুস্কৃতিকারী তার বুকে গুলি চালায়। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার ক্যামেরার ফুটেজে ব্যাংককের রাস্তায় ভয়াবহ সহিংসতার চিত্র দেখানো হয়। বাম পায়ে গুলিবিদ্ধ জনাব ডিথাজর্নকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে তিনি এখন শংকামুক্ত।

মিজ. বোকোভা বলেন, ‘আমি থাইল্যান্ড কর্তৃপক্ষকে জনাব মুরামোতো হত্যাকান্ড তদন্তের এবং সাংবাদিকরা যাতে নিরাপদে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে তার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।’

** ** **